ভারতে করোনায় আক্রান্ত ১৬ হাজার ছাড়াল, মৃত্যু ৫ শতাধিক

ভারতে করোনায় আক্রান্ত ১৬ হাজার ছাড়াল, মৃত্যু ৫ শতাধিক
ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এরই মধ্যে এ সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে দেশটিতে মারা গেছেন ৫২১ জন। এ মুহূর্তে ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। খবর এনডিটিভির।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যমতে, ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ শনিবার তার বাসভবনে মন্ত্রীদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে ত্রাণ দিতে মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা নিতে পারে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী, ২০ এপ্রিলের পর সংক্রমণ দেখা যায়নি, এমন স্থানে লকডাউন শিথিল হতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লিতে নর্থ ব্লকে ওয়ার রুমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনায় সুস্থ হয়ে ওঠার পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। রোববার সকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার পরিমাণ ১৪.২ শতাংশ। শনিবার যা ছিল ১৩.৮৫ শতাংশ। গত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার যা ছিল যথাক্রমে ৯.৯৯, ১১.৪১, ১২.০২ ও ১৩.০৬ শতাংশ।

১২ রাজ্যের ২২টি নতুন জেলায় গত ১৪ দিনে নতুন করে সংক্রমণের কথা জানা যায়নি বলে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা লব আগরওয়াল।

দিল্লির নিজামুদ্দিনের ধর্মীয় সমাবেশের সঙ্গে যোগ রয়েছে ৪ হাজারেরও বেশি কোভিড-১৯ সংক্রমণের। শনিবার পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৩৭৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ৪ হাজার ২৯১ জনই তাবলিগি জামাতের

ওই সমাবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের দাবি, যা মোট সংক্রমণের ২৯.৮ শতাংশ।

সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি সংক্রমণের ঘটনা নিয়ে মহারাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত রাজ্যের তালিকার শীর্ষে। শনিবার পর্যন্ত এশিয়ার সর্ববৃহৎ বস্তি এলাকা মুম্বাইয়ের ধারাভিতে এখনও পর্যন্ত ১১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের দুটি জেলায় ৩০০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন (মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের), সেখানে নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি বলে জানানো হয়েছে।

রাজৌরি ও কিস্তোয়ার নামের ওই দুই জেলায় চারজন কোভিড-১৯ রোগী সেরে ওঠার পর গত ১০ দিনে কেউই আক্রান্ত হননি। সূত্র-যুগান্তর

ভারতে মাস্ক না পরায় ছেলেকে খুন করলেন বাবা!

করোনাভাইরাসের সংক্রণ ঠেকাতে মাস্ক না পরায় নিজের ছেলেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। খুনের পর ওই ব্যক্তি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

গত শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামপুকুরে।

নিহত যুবকের নাম শীর্ষেন্দুর (৪৫)। এ ঘটনায় তার বাবা বংশীধর মল্লিককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, বংশীধর মল্লিককের ছেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং মৃগী রোগী। প্রতি দিন বিকালে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে বের হন তিনি।

শনিবারও তিনি বেরোনোর সময় ছেলেকে মাস্ক পরতে বলেন। কিন্তু ছেলে কিছুতেই তা পরতে রাজি হননি। বার বার বলেও রাজি না হওয়ায় তিনি ছেলের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে হত্যা করেন।

এদিকে বংশীধরের কাছ থেকে খুনের বর্ণনা শুনেই শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা গিয়ে দেখেন, ঘরের মাটিতে পড়ে রয়েছে শীর্ষেন্দুর দেহ আর বিছানায় শুয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তিনি শীর্ষেন্দুর মা। সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বছর ১৮ ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী তিনি।

মায়ের সামনেই ছেলেকে বংশীধর খুন করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে বংশীধর জানিয়েছেন, গত ১৮ বছর ধরে অসুস্থ স্ত্রী এবং অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে থাকতে থাকতে তিনি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন।

তদন্তকারী এক কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বংশীধর কোনো মানসিক অবসাদের ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে অসুস্থ স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তিনি। ছেলে মাস্ক না পরে বাইরে বেরোলে যদি সংক্রমণ হয়, সেই চিন্তাও তাকে গ্রাস করেছিল। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ১৮৯১ জনের

যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে এক হাজার ৮৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে শনিবার পর্যন্ত এই বৈশ্বিক মহামারীতে দেশটিতে ৩৮ হাজার ৬৬৪ জন মারা গেছেন।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে এমন খবর জানা গেছে।-খবর এনডিটিভির

ভাইরাসটির সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাত লাখ ৩২ হাজার ১৯৭ লোক আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় শীর্ষে রয়েছে দেশটি।

এদিকে করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য ‘সচেতনভাবে চীন দায়ী’ হলে

দেশটিকে পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মহামারীর মোকাবেলায় বেইজিংয়ের ভূমিকায় সমালোচনা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগে চীন থেকেই তা বন্ধ করা সম্ভব হতো, কিন্তু সেটি হয়নি।

বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে কথার লড়াইয়ের মধ্যে সর্বশেষ মার্কিন বাক্যবাণ হচ্ছে ট্রাম্পের এই বক্তব্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপ মোকাবেলায় যখন দুই দেশের মধ্যে নজিরবিহীন সহায়তা দরকার, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়ছে।

ট্রাম্প বললেন, যদি এটা কোনো ভুল হয়ে থাকে, ভুল তো ভুলই। কিন্তু তারা যদি সচেতনভাবেই দায়ী হয়, হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি, তখন নিশ্চিতভাবেই তারা ফল ভোগ করবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই ব্যাখ্যা দেননি এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট।

গত বছরের শেষ দিন উহান থেকে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবের পর ট্রাম্প ও তার জ্যেষ্ঠ সহযোগীরা চীনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলেছেন।

আর চলতি সপ্তাহে ‘চীন-ঘেঁষা’ আখ্যা দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছেন ট্রাম্প।

ভাইরাসটি নিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটন বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছে। যদিও প্রথম দিকে চীন ও দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের অতিরিক্ত তারিফ করেছেন ট্রাম্প। সূত্র-যুগান্তর

বিশ্বে সাড়ে ১১ কোটি মানুষ করোনায় সংক্রমিত: মার্কিন গবেষণা

গোটা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে পিলে চমকানো তথ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক দল গবেষক।

তাদের দাবি, বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ লাখ বলা হলেও এ সংখ্যাটি কম করে হলেও ১১ কোটি ৫০ লাখ। খবর দ্যা গার্ডিয়ানের।

আসলে বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জনস হোপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় বা ওয়ার্ল্ডোমিটার আমাদের যে পরিসংখ্যান দেয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা সেটিকেই করোনায় আক্রান্ত বা মৃতের প্রকৃত হিসাব বলে ধরে নিই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, অনেকের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ তিনি অসুস্থ হননি। ফলে তার হাসপাতালে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়েনি, পরীক্ষা না করায় রোগীর হিসাবের মধ্যেও তিনি আসেননি।

গার্ডিয়ান জানিয়েছে, স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের এই গবেষণাপত্র শুক্রবার প্রকাশিত হলেও তা এখনও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়িত হয়নি।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারা কাউন্টির ৩ হাজার ৩৩০ ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এ গবেষকরা বলছেন, করোনাভাইরাসে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা জানা চেয়ে ৫০ থেকে ৮৫ গুণ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ক্যালিফোর্নিয়াতেই, এখন অবশ্য নিউইয়র্কসহ পূর্বাঞ্চলই বেশি বিপর্যস্ত।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৩০ হাজারের মতো, এর মধ্যে সান্তা ক্লারায় সরকারি হিসাবে আক্রান্ত ১ হাজার ৮৭০ জন, তার মধ্যে ৭৩ জন মারা গেছেন। তবে গবেষণাটি যখন চালানো হয়, তখন

আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ হাজারের মতো, আর মারা গিয়েছিলেন ৫০ জন।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, সান্তা ক্লারায় আসলে ৪৮ হাজার থেকে ৮১ হাজার মানুষের দেহে নতুন এই করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছে, যা শনাক্ত সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

তা হলে তারা অসুস্থ নন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মানবদেহের প্রাকৃতিক সুরক্ষাব্যবস্থা অ্যান্টিবডির কথা বলছেন এ গবেষকরা, যা পরীক্ষা করেই তারা বিপুলসংখ্যকের আক্রান্ত হওয়ার দাবি করছেন।

যে কোনো রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা মানুষের দেহে সবসময়ই কার্যকর থাকে। মানুষের দেহে যখন বাইরে থেকে অচেনা কিছু প্রবেশ করে, শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি তাকে ক্ষতিকর সন্দেহ করে, তখন তা ঠেকাতে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। সেই অ্যান্টিবডি তখন নির্দিষ্ট ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এই লড়াইয়ে জীবাণু জিতলে মানুষ অসুস্থ হয়।

এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বলেই প্রতিনিয়ত নানা রোগ-জীবাণুর মধ্যে থেকেও মানুষ অসুস্থ না হয়ে সচল থাকে। তবে যার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়, তিনি অসুস্থ হন।

স্টানফোর্ডের এ গবেষক দল সান্তা ক্লারার বাসিন্দাদের মধ্যে করোনাভাইরাস প্রতিরোধী অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষা করে রোগীর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বক্তির মধ্যে তা দেখতে পেয়েছেন। অর্থাৎ কোনো না কোনো পর্যায়ে তাদের দেহেও ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছিল, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি বলে তাদের হাসপাতালে যেতে হয়নি।

এর ভিত্তিতে তারা বলছেন, নতুন করোনাভাইরাস (সার্স সিওভি-২) সার্স কিংবা মার্সের চেয়ে ভয়ানক অবস্থা তৈরি করলেও যে মাত্রায় ভয়ঙ্কর বলা হচ্ছে, আসলে ততটা না।

যেমন এখন শনাক্ত আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের হার ৪ দশমিক ১ শতাংশ বলা হলেও অশনাক্ত ব্যক্তিদের হিসাবে ধরলে মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ১২ থেকে শূন্য দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসবে।

শুধু জেলার মতো একটি এলাকায় এ গবেষণা চালিয়ে এলেও বড় এলাকাজুড়ে

একই গবেষণা চালালে একই ফল আসবে বলে মনে করেন স্টানফোর্ডের গবেষক দল।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইতোমধ্যে ১০ হাজার মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক এরন বেনডেভিড গণমাধ্যমকে বলেছেন, আমরা মহামারীর কোন পর্যায়ে আছি, তা বুঝতে এ গবেষণাটি একটি পথ দেখাবে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে এখন যে অবরুদ্ধ অবস্থা চলছে যুক্তরাষ্ট্রে, তা তোলার যে দাবি উঠছে দেশটিতে, এই গবেষণা তার পালে হাওয়া দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

অপারেশন করে অ্যাঞ্জেলিনা হতে চাওয়া সেই তরুণী করোনা আক্রান্ত

হতে চেয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কিন্তু একাধিক অপারেশনের ঠেলায় হয়েছে কঙ্কালসার চেহারা। ইরানের তরুণী সাহার তাবার অ্যাঞ্জেলিনা’র মত হতে গিয়ে মাত্র ২২ বছর বয়সেই ৫০টা শল্য চিকিৎসা করে ফেলেছিলেন। যার ফলে কঙ্কালের মত দেখতে হয়েছিল তাকে। আর এবার সেই তরুণী কোভিড–১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কে বিকৃত করে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর অভিযোগে এমনিতেই জেলে ছিলেন সাহার তাবার। এবার ইরানের জেলেই করোনা আক্রান্ত ওই নারী। এমনিতেই ইরানে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ করোনাতে আক্রান্ত। তার মাঝেই এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে খুবই অসুস্থ ওই তরুণী। গত অক্টোবর মাসে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের চেহারা নিয়ে মশকরা করার জন্য গ্রেফতার হন সাহার তাবার। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রজু করে পুলিশ। এখন সেই

তরুণী আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইরানের জেলে করোনা’র সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে জানা গেছে।

অপারেশনের পর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মত না দেখতে হলেও ওই তরুণী নিজের কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে ইনস্টাগ্রাম জনপ্রিয় হন। সেখান থেকেই মোটা টাকা আয় করতেন ওই তিনি। আপাতত ভাইরাসের আক্রমণে সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন সাহার তাবার। সূত্র: ডেইলি মেইল।

মৃত্যুর মিছিল থামছেই না আমেরিকায়, একদিনে মৃত্যু আরও ৩৮৫৭

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকা। এই ভাইরাসের ধ্বংসযজ্ঞে যেন অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই রাষ্ট্র। প্রতি মুহূর্তে দেশটিতে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা।

গেল ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে ৩ হাজার ৮৫৭ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরও ৩১ হাজার ৯০৫ জন।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তথ্য মতে, আমেরিকায় এখন মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৯৯৭ জন। আর কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৭ লাখ ১ হাজার ৪৭৫ জন। সূত্র: ইউএনআই

করোনা মোকাবেলায় ভিন্ন পথে

তুরস্ক

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে লকডাউনে সেখানে তুরস্ক ভিন্ন পথে করোনাভাইরাস মোকাবেলা করছে। ব্যতিক্রমী এ লড়াইয়ে দেশটি আংশিক লকডাউন আরোপ করেছে। অর্থাৎ ২০ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাকি নাগরিকরা অর্থাৎ যুবকদের কাজে বের হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে একদিনে অর্থনীতি চাঙ্গা থাকছে, অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। তুরস্কের এ পন্থাকে অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ স্বাগত জানিয়েছেন। খবর সিএনএনের।

গত ১০ এপ্রিল তুরস্কে হঠাৎ করেই আংশিক লকডাউন ঘোষণার পরপরই দোকানগুলোতে নাগরিকদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় করেন তারা। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, তুরস্ক তার নাগরিকদের সুরক্ষায় যথেষ্ট। এ সময় তিনি ২০ বছরের নিচে এবং ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেন। এর বাইরে সব নাগরিককে কাজে ফিরতে বলেন। তুরস্কে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো বন্ধ। পণ্য ডেলিভারির শর্তে রেস্টুরেন্টগুলো খোলা।

পার্কের মতো জনসমাগমস্থলগুলো বন্ধ এবং ব্যাংকের কর্মঘণ্টা সীমিত করা হয়েছে। এর বাইরে কলকারখানা, নির্মাণ কেন্দ্র এবং অন্য ব্যবসাগুলো পুরোদমে খোলা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আংশিক বিধি নিষেধে তুরস্ক সফল হতে পারে।

ব্রিটেনের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ডা. মুহাম্মদ মুনির বলেন, ‘এটি একটি বিকল্প কৌশল। দেশটিতে স্বাস্থ্যবান লোকেরা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়িয়ে বাজারে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আক্রান্ত হলেও চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হচ্ছেন। এ কৌশলের কারণে আক্রান্ত অন্তত ৮০ শতাংশ ব্যক্তি সুস্থ হচ্ছেন।’

কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডা. জেরেমি রসম্যান বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পুরো লকডাউনে সেখানে তুরস্কে আংশিক লকডাউন। দেশটিতে আংশিক লকডাউন সফল হচ্ছে তা তাদের কম আক্রান্তের সংখ্যায় বোঝা যাচ্ছে। এটি একইসঙ্গে দেশটির অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এবং সংক্রমণ কমছে।

তিনি আরও বলেন, কর্মস্থলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মতো করোনা বিধি বাস্তবায়নের ওপরই এর সফলতা নির্ভর করছে। তুরস্ক করোনা আক্রান্ত শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে। দেশটিতে এখন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত হয়েছেন চার হাজার ৮০১ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪ হাজার ১৯৩ জন। তবে মৃত্যুহার খুবই কম। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৫ জন নিয়ে মোট মারা গেছেন এক হাজার ৬৪৩ জন। সূত্র-যুৃগান্তর

করোনা নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে প্লাসেন্টার (গর্ভের ফুল) মাধ্যমে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ওই শিশু করোনা আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐ শিশুর মায়ের শরীরে করোনার কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। তাই শিশুটির শরীর যে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস বহন করছেন সে ব্যাপারেও কোনো ধারণা ছিল না কারো।

জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল দেশটির ময়োবম্বা শহরের আল্টো মায়ো হাসপাতালে ওই শিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারেন, মা-শিশু দুজনেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এছাড়া গত দু-এক সপ্তাহের ভেতর ওই মায়ের কাছাকাছি যেসব আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে যুক্তরাজ্যে মায়ের গর্ভ থেকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। তবে করোনাভাইরাস আক্রান্ত প্রথম শিশু জন্ম হওয়ার ঘটনা পেরুতে এটাই প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। পেরুতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১১ হাজার ৪৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। এতে মৃত্যু

হয়েছে ২৫৪ জনের। সূত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভাইরাসটি মহামারী রূপ নেয়ার পর এটাই সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড।

সিএনএনের খবর বলছে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় চার হাজার ৫৮১ জন মারা গেছেন।

নতুন এই হিসাবে কোভিড-১৯ রোগে সম্ভাব্য মৃতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেটা আগে বাদ পড়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে ১৩ মার্চ এক হাজার ৬৬৬ জন আক্রান্ত ও ৪১ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল সিএনএন।

হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আগেই হুশিয়ারি দিয়েছিল যে পরীক্ষা বাড়ানো হলে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসের কারণে অচল হয়ে পড়া দেশের অর্থনীতিকে ফের চালু করতে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি প্রস্তাবনা হাজির করেছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সুপারিশ আকারে দেয়া এ প্রস্তাবনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রকে ফের সচল করার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর গভর্নরদের। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সহায়তা করবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কম আক্রান্ত অঙ্গরাজ্যগুলোতে চলতি মাসেই লকডাউন তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের বিধিনিষেধও ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে করোনাভাইরাসের দাপট অব্যাহত থাকার মধ্যেই ট্রাম্পের এ প্রস্তাবনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। সূত্র-যুগান্তর

এতটাই ভয়ঙ্কর করোনা, একবার মুদি দোকানে গিয়েই আক্রান্ত যুবক!

বিশ্বব্যাপী এখন আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে দিশেহারা গোটা বিশ্ব। এর তাণ্ডবে ইতোমধ্যে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্ত ৬ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি।

এছাড়া এর ধ্বংসযজ্ঞে বেসামাল ইউরোপের ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সসহ বেশ কয়েকটি দেশ। ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ১৭০ জনের, স্পেনে ১৯ হাজার ৯১৫ ও ফ্রান্সে ১৭ হাজার ৯২০।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাস ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে এই ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে শিকার হচ্ছে বহু সংখ্যক মানুষ।
এই ভাইরাস এতটাই ভয়ঙ্কর যে মাত্র একবার মুদি দোকানে গিয়েই এর শিকার হয়েছে কেউ কেউ। এমন একটি ঘটনা উঠে এসেছে গণমাধ্যমে।

সবকিছু ভালোভাবেই চলছিল ৩১ বছর বয়সী বেনজি হা-এর। কিন্তু একবার মুদির দোকান থেকে ফেরার পর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে থাকতে হয়েছে তাকে।

৩১ বছর বয়সী এই যুবক বরাবরই স্বাস্থ্যবান। যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার জেরে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘরেই ছিলেন তিনি। বাড়ির বাইরে স্বল্প সময়ের জন্য বের হলেও মাস্ক পরতেন।

একবার মুদির দোকানে যাওয়ার একদিন পর বেনজি’র কাশি শুরু হয়। পরে

উচ্চমাত্রার জ্বর এবং শরীরে ব্যথা শুরু হয়। একপর্যায়ে গুরুতর অবস্থায় তাকে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হসপিটালে ভর্তি করা হয়। গত মাসেই তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির ড্রপলেট অন্য ব্যক্তির নাক কিংবা মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে।

তবে আক্রান্ত ব্যক্তির ড্রপলেট মাটিতেও পড়ে থাকে। সেখান থেকেও করোনাভাইরাস ছড়ায়। এজন্য বাইরে বের হওয়ার পর জুতা নিয়ে বাসায় ঢুকতে বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন